মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ২০ মার্চ, ২০১৩ ইং ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া;
- মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য আপনার ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে গত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ ইং তারিখে ডিসিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে আপনার সাক্ষাতের কথা আনন্দের সাথে স্মরণ করছি। ঐ সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছিল।

মাননীয় মন্ত্রী,

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে একত্রে কাজ করছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। তাছাড়া ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ৬১.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রসার, রপ্তানি বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা চেম্বার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে সব সময় সহযোগিতা করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব দিবস এবং বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালন করে থাকে যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী হয়েছে। এছাড়া গত বছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডি-৮ মিনিষ্টারিয়াল কনফারেন্স আয়োজনে ঢাকা চেম্বার সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। চেম্বারের এসব কর্মকান্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগের পরিচয় বহন করে।

মাননীয় মন্ত্রী,

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ঋণাত্মক গতি লক্ষ্য করার মত। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এবং রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমান সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে যা অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক। অন্যদিকে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে নেতিবাচক ধারা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের নিশ্চায়তা না দেওয়া ইত্যাদি অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ।

বিশ্বব্যাপী দুই দফা অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সামনে আরও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেব ঢাকা চেম্বারের কিছু কর্মকান্ড তুলে ধরছিঃ

১। ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসকরণ ঃ

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করতে হয়। এমনিতেই ব্যবসায়ীদেরকে ব্যাংক থেকে অতি উচ্চ সুদ হারে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে, তার উপর ঘন ঘন জ্বালানী ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যার কারণে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিদেশী পণ্যের সাথে আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা প্রয়োজন।

২। গ্যাস ও ইউটিলিটি সংযোগ ঃ

অনেক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতি আমদানি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। কিন্তু নতুন গ্যাস সংযোগ না দেয়ায় নতুন স্থাপিত কারখানাগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে এবং তারা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না। **এর ফলে নতুন বিনিয়োগ শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং অর্থনীতিতে প্রাণ চাঞ্চল্য তৈরিতে অবদান রাখতে পারছে না। সরকারের এ ধরনের নেতিবাচক কর্মকান্ড দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভুল বার্তা দিচ্ছে বলে আমরা মনে করি।** তাছাড়া বর্তমান সরকারের ৬ষ্ট পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। এজন্য শিল্প কারখানায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, বিদ্যুত ও ইউটিলিটি সংযোগ প্রদান করে ব্যবসায়ী তথা দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি রোধ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।

৩। এসএমইর উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের মোট শিল্প ইউনিটের প্রায় ৮৫ ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়ন। সরকার এসএমইর গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পেরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৫ সালে "এসএমই পলিসি স্ট্রেটেজি" তৈরি করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে এসএমই ফাউন্ডেশন এ খাতের উন্নয়নে প্রশংসনীয় কাজ করছে। তবে এসএমই খাতের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অর্থায়ন। এ অর্থায়ন সমস্যার সমাধান করা গেলে নতুন নতুন এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে যাদের কর্মচাঞ্চল্যে দেশের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হবে এবং দেশ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাই এসএমই খাতের উন্নয়ন ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ প্রদানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহী করে তোলার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

এসএমই এর উন্নয়নের জন্য দাতা গোষ্ঠী বাংলাদেশ ব্যাংকে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে, এ অর্থ শুধুমাত্র নতুন এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করার জন্য সুপারিশ করছি। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশনেরও ২০০ কোটি টাকা এফডিআর করা আছে। এফডিআর এর সুদ বাবদ অর্জিত অর্থের কিছু পরিমান এসএমই-দের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

৪। বিএসটিআই এর ভূমিকা বৃদ্ধি ঃ

দেশের সকল পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মাণসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পরীক্ষাগার একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিএসটিআই। **বিশ্বের অন্য কোন দেশে বিএসটিআই এর পরীক্ষামান স্বীকৃত না হওয়ায় বিএসটিআই কর্তৃক পরীক্ষিত পণ্য ফরেন এক্রিডিটেশন বডি এর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ্য।** এতে করে সরকারের বিপুল অংকের বৈদেশিক মূদ্রাও অপচয় হচ্ছে। তাই এ সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজতর ও স্বচ্ছ করার জন্য বিএসটিআই সহ বুয়েট, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ এটোমিক এনার্জি কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলোকে আরো শক্তিশালী করে তাদের সার্টিফিকেট ইস্যু করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। সেই সাথে **বিএসটিআইকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে জোর আবেদন জানাচ্ছি।**

৫। সারা দেশ ব্যাপি শিল্প এলাকা স্থাপন ঃ

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, সরকার ইতোমধ্যে ইকোনোমিক জোন আইন-২০১০ এর বাস্তবায়ন করেছে এবং শীঘ্রই ইকোনোমিক জোন রেগুলেশন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এ চারটি অঞ্চলে আলাদা চারটি শিল্প এলাকা (Industrial Zone) স্থাপন করাও একান্ত প্রয়োজন। আলাদা শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি ভূমি ও শিল্প স্থাপনের ভূমিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা। আমাদের মত স্বল্প আয়তনের দেশের জন্য আলাদা শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। **এ ধরনের শিল্প এলাকা স্থাপন করা হলে কৃষি পণ্য বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রদান সম্ভব হবে।**

৬। দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ও পণ্যের মালিকানা সত্ত্ব প্রতিরক্ষা ঃ

বাংলাদেশের অনেক ঐতিহ্যবাহী পণ্য যেমন ঃ নকশী কাঁথা, জামদানী শাড়ী, কাটারীভুগ চাল, টাংগাইলের চমচম, রাজশাহীর ফজলী আম ও লিচু, পদ্মার ইলিশ সহ অনেক পণ্যের মালিকানা স্বত্ত্ব থাকা আবশ্যক। **আমরা উদ্বোগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ইতোমধ্যে ভারত তাদের Geographical Indication Act এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ী, নকশী কাঁথা ও ফজলী আম রেজিষ্টার্ড করে মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নিয়েছে।** এছাড়া পারিস্তানও বাসমতি চালের মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নিয়েছে। **বাংলাদেশে কেবলমাত্র ভৌগলিক নির্দেশনা আইনের (Geographical Indication Act) খসড়া তৈরি হয়েছে। আমরা ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে এ আইনটির দ্রুত পাস ও বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এ আইনটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের বিভিন্ন**

ঐতিহ্যবাহী পণ্যের মালিকানা সত্ত্ব অন্য কোন দেশ নিতে পারবে না। এতে আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষিত হবে।

৭। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা ঃ

নতুন শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কারণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হয় তাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুবই কঠিন হয়ে গেছে। **তাই এ ক্ষতি লাঘবের জন্য যে সকল চূড়ান্ত পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল চূড়ান্ত পণ্য (Finished goods) আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।** সেই সাথে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ না করা হয় সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

৮। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থায়ন সব চেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাপী এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী একটি ব্যবস্থা হচ্ছে Venture Capital। পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তানে Venture Capital প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা বাংলাদেশে অদ্যবধি অনুপস্থিত। বাংলাদেশে Venture Capital কোম্পানি গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Venture Capital কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে এর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। **ঢাকা চেম্বার এবং Business Initiative Leading Development (BUILD) বাংলাদেশে Venture Capital ব্যবসা বিকাশের জন্য একটি গাইড লাইন এবং নীতিমালা তৈরীর জন্য গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে Venture Capital নীতিমালা তৈরীর জন্য শিল্প মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।**

৯। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা ঃ

বাংলাদেশের রপ্তানি মূলতঃ গুটি কয়েক বাজার ও পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই আসে মাত্র চারটি বাজার যেমন ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাপান থেকে। অন্যদিকে ৮৮ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে মাত্র পাঁচটি খাত যেমনঃ নিটওয়্যার, ওভেন, হিমায়িত মৎস্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে। তাই

ঢাকা চেম্বার মনে করে এসব প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী।

তথ্য প্রযুক্তির সুবিশাল সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রচলিত পণ্যের বিকাশ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র তৈরী পোষাক নির্ভর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে ঝুঁকি রয়েছে তা লাঘব করার জন্য নতুন ও অপ্রচলিত খাত খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য এবং ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলোর যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের টেকনোলোজি কাজে লাগাতে হবে। **ঢাকা চেম্বার অপ্রচলিত এবং সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং পলিসি সাপোর্ট প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।**

১০। নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণঃ

অনেক ব্যবসায়ী হতাশার কারণে দেশে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে, এতে কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতিবাচক নজির রয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ এসোসিয়েশন (জিইআরএ) এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ৭২ শতাংশ মনে করে তারা ব্যর্থ হবে। উপরন্তু, **উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের দিকে মানুষের আস্থা না থাকায় পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেকটা হতাশাগ্রস্থ হয়ে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাত, যেমনঃ জমি ক্রয়, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করছে।** ফলে আমাদের দেশের ভূমির মূল্য বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মনে করি উৎপাদনশীলখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেই ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, ঢাকা চেম্বার ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর, ২০১৩ তে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ঢাকা চেম্বারের এ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে আপনার প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

১১। বিসিআইএম (BCIM) এর সুযোগ কাজে লাগানোঃ

বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার এই চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বিসিআইএম (BCIM) আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামে ভৌগলিকভাবে মধ্যস্থানে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। **পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায়**

অর্ধেক এ অঞ্চলে বাস করার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিসিআইএম ভুক্ত ২৭০ কোটি জনবহুল বাজারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই সুবিধাজনক অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

৭। ন্যাশনাল আইডি কার্ড ঃ

আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই ভোটার আইডি কার্ডকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে রূপান্তর করে Digitally Available করা প্রয়োজন। **ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপ হলো দেশের সকল নাগরিককে Central Data Base এর আওতায় আনয়ন। এ ডেটাবেজের মাধ্যমে খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে যে কোন নাগরিকের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দ্রুত, স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যাবে এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল নিবন্ধন কার্যক্রমে এ ডাটাবেইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং অর্থনৈতিক চিত্রে সঠিক পরিসংখ্যান তোলে ধরা সম্ভব হবে।**

১৩। ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনঃ

ঢাকা চেম্বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬৪টি চেম্বার ও এসোসিয়েশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। এ সকল স্মারক কার্যকর করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বারে জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীলংকায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার হাই কমিশনারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এসব আলোচনায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। **দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" নামে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।** এই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে। **রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসবে না, দেশীয় বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হবে না।** অতি সম্প্রতি সারা

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতায় ব্যবসায়ী মহল চরম বিভ্রান্তি ও বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারনে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় পবিত্র স্থান এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর এর মত ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ গভীর সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ ধরনের সহিংস এবং সাংঘর্ষিক রাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের উন্নয়নকে ব্যাপক হুমকির মুখে ঠেলে দিবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। **আমাদের প্রতিপক্ষ দেশগুলো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে বিদেশে নতুন করে আবার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে।**

মাননীয় মন্ত্রী,

এক সময় শ্রীলংকায় তামীল সমস্যার কারনে তাদেরকে অনেক মাসুল দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সে সময় সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। শ্রীলংকা তাদের প্রধান সে সমস্যা দুর করেছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। মায়ানমার সামরিক সরকারও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকামী একমাত্র নেত্রীকে মুক্তি দিয়েছে এবং রাজনীতিতে তাঁকে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এতে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা সেদেশে ধাবিত হচ্ছে।

সারা বিশ্ব অর্থনীতিকে সামনে রেখে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তারা একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে বিভিন্ন ধর্ম, মত, গোত্র, বর্ণ ভেদাভেদ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডে নতুন দল গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে, সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান থাকার কারনে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হিসেবে থাইল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে ভৌগলিকভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারনে বাংলাদেশও বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অন্যতম আদর্শ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

যে মূহুর্তে ব্যবসায়ী সমাজ বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা এবং সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী ও এনআরবিগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে মূহুর্তে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সৃষ্ট বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। **হরতালের মত কর্মসূচীর কারনে যাতে আমাদের রপ্তানী ব্যহত না হয় সে জন্য যে কোন মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরীন Supply-Chain নিরবচ্ছিন্ন রাখতে আমাদের রেলপথ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে**

হবে। বিদেশে বাজার রক্ষায় যে কোন মূল্যে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ইতিবাচক রাখতে হবে।

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় এবার নতুন মাত্রা হিসেবে ব্যাংক, বীমা, এটিএম বুথসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক শো-রুম এমনকি চেম্বার ভবন পর্যন্ত অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুরের শিকার হয়েছে। এটা এখনই বন্ধ করতে না পারলে রাজনৈতিক সহিংসতার হাতিয়ার হিসেবে এধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এটা বেসরকারি খাত এবং অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত।

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বারের নব নির্বচিত পরিচালনা পর্ষদ-কে সময় দিয়ে আজকের এ ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মত ঢাকা চেম্বারের সহযোগিতার ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

২০ মার্চ, ২০১৩।